এসো দ্বীন শিখি

“লা ইলাহা ইলালাহ” (আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা‘বুদ নেই) এই শাহাদাহ তথা সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ও তাৎপর্য কি ?

“লা ইলা-হা ইলালাহ” এই বাক্যটির প্রকৃত ও যথার্থ অর্থ হলো-لا إله حق إلا الله / لا معبود بحق إلا الله অর্থাৎ-‘‘আলাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য বা সত্যিকার মা‘বুদ নেই’’ । আলাহ্ ﷻ ব্যতীত অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয়, তা তিনি কোন নবী হোন, অলী হোন, অথবা যে কোন মানব সন্তানই হোন, কিংবা ফিরিশতা, জিন অথবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, সে সবই বাতিল উপাস্য । সত্যিকারের মা‘বুদ হলেন একমাত্র আলাহ ﷻ। لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইলাল্লাহ) এই মহান কালিমাহ্টি আলাহ ভিন্ন অন্য কারো সত্যিকার বা সত্য মা‘বূদ (উপাস্য) হওয়ার বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করছে এবং গায়রুলাহ্র (আলাহ ভিন্ন অন্য কারো) ‘ইবাদতকে সম্পূর্ণরুপে বাতিল ঘোষণা করছে । এরই সাথে সাথে একমাত্র আলাহকে ﷻ সত্যিকার ও প্রকৃত মা‘বূদ বলে স্বীকৃতি প্রদান করছে এবং আলাহ্কে ﷻ‘ইবাদতের একক অধিকারী ও হক্বদার বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে । এ সম্পর্কে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل (سورة الحج ٦٢)

অথার্ৎ:- এটা এ জন্য যে, আলাহ্ই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা অসত্য । (ছুরা আল হাজ্ব- ৬২)
তাই “আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা‘বুদ নেই” (لا إله إلا الله) এই ঘোষণা ও সাক্ষ্যের তাৎপর্য এবং এর অপরিহার্য দাবি হলো:-প্রথমতঃ- মন-মনন, (‘আক্বীদা-বিশ্বাসে) কথা এবং কাজে একমাত্র আলাহ্ ﷻ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করা এবং সেগুলোর উপাসনা ও উপাসনাকারীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও দূরে থাকা ।
একথার প্রমাণ হলো আলাহ্র ﷻ এ বাণী:-

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده .

অর্থাৎ:- তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে । যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আলাহ্র পরির্বতে যার ‘ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদের মানিনা । তোমরা এক আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে । (ছুরা আল মুম্তাহিনা-৪)
দ্বিতীয়তঃ- সার্বিকভাবে ‘ইবাদতকে একমাত্র রাব্বুল ‘আলামীন আলাহ্র জন্যে খাঁটি ও খালিস করা । অর্থাৎ খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে এক আলাহ্র ‘ইবাদত করা । এটাই হলো কালিমায়ে তায়্যিবাহ্ (তাওহীদের কালিমাহ্) “লা ইলা-হা ইলালাহ্,” এর হাক্বীক্বত বা প্রকৃত তাৎপর্য ।
আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص (سورة الزمر: ٢-٣)

অর্থাৎ:- অতএব, আপনি আলাহ্র ‘ইবাদত করুন দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খাঁটি করে; নিষ্ঠার সাথে । জেনে রাখুন! খালিস দ্বীন (নিষ্ঠপূর্ণ ‘ইবাদত) একমাত্র আলাহ্র প্রাপ্য । (ছুরা আয্যুমার ২-৩)
আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেনঃ- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. (سورة الإسراء– ২৩)
অর্থাৎ:- তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারও ‘ইবাদত কর না । (ছুরা আল ইছরা- ২৩)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.

অর্থাৎ:- যে কেউ আলাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন দলীল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে । নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না । (ছুরা আল মু’মিনূন-১১৭)
তাই শুধুমাত্র মুখে ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহ’ বললেই মুছলমান হওয়া যাবে না । মুছলমান হতে হলে মুখে এই কালিমাহ স্বীকার করার সাথে সাথে মনে-প্রাণে, ও কাজে-কর্মে একমাত্র আলাহ্ ﷻ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করতে হবে এবং এসব বাতিল উপাস্যের উপাসনা থেকে এবং যারা এগুলোর উপাসনা করে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও দূরে থাকতে হবে । সাথে সাথে সার্বিকভাবে ‘ইবাদতকে একমাত্র রাব্বুল ‘আলামীন আলাহ্র জন্যে খাঁটি ও বিশুদ্ধ করতে হবে, তথা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে এক আলাহ্র ‘ইবাদত করতে ।